

যুগান্তর  
ছায়া  
প্রতিষ্ঠান-লিঃ-ব  
নিবেদন



কোবচকোব

বিন্দুর ছেলে

# সংগঠনকারী

যুগান্তর ছায়া প্রতিষ্ঠানের নিবেদন  
শরৎচন্দ্রের বিদুর ছেলে

চরিত্রচিত্রণে :

মলিলা দেবী, সন্ধ্যারাণী, বেগুলা রায়, বেতা, বাণী, আশা, করালী, লক্ষ্মী, পাহাড়ী সান্যাল, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, কালু বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ্ঞান, ভারু, পঞ্চানন ভট্টা, শ্যামলি ভট্টা, শিবকালী, মীনে, মাপার বিজু, মাপার সুধন ও আরো অনেক

চিত্রনাট্য : নরেশ মিত্র	সংগীত-পরিচালনা	শিল্প-নির্দেশনা	সম্পাদনা
প্রধান যন্ত্রশিল্পী	কালীপদ সেন	মুনীল সরকার	রবীন্দ্র দাস
চিত্রশিল্পী	স্বীকার	রূপসম্মা	বাবস্থাপনা
রাহমানন্দ সেনগুপ্ত	তত্ত্বিকুমার বোব	মনমোহন রায়	কৈলাস বাগচী, গান্ধী বসু
শব্দস্বরী	বসু-সঙ্গীত	আলোক-সম্পাত	নৃত্য-পরিচালনা
সত্যেন চট্টোপাধ্যায়	সুরদ্রী অর্কেষ্ট্রা	প্রভাস ভট্টাচার্য	প্রশান্ত মুখার্জি

সহকারী

পরিচালনা : নরেশ রায়, সতীন্দ্র রায় \* চিত্রশিল্প : সাধন রায়, দীনেন গুপ্ত \* শব্দস্বর : চূর্ণদাস মিত্র, মৃগাল গুহঠাকুরতা, উপেন শীল \* সম্পাদনা : অনিল সরকার \* শিল্প-নির্দেশনা : প্রীতি ঘোষ  
রূপসম্মা : তেদার \* আলোক সম্পাত : অনিল দাস, রুক্ষন চক্রবর্তী, ফণী সরকার \* স্থিরচিত্র : শিল্প মন্দির  
\*\*\* জায়ক : রমেন চৌধুরী \*\*\*

বেঙ্গেল ফিল্ম ল্যাবরেটরী লিমিটেডে পরিম্পূর্ণিত

টেকনিসিয়ান্স্ ষ্টুডিয়ো লিমিটেডে (ভূতপূর্ব কালী ফিল্মস লিঃ)

অর, সি, এ, শব্দস্বর সৃষ্টী

পরিবেশনা : কল্পনা সুভিজ লিমিটেড

# সিন্ধু

কথায় বণে : না বিইয়ে কানায়ের খা !

কিছু এ কোনো গল্প-কথা নয়, একেবারে নির্জণা গতি।  
বিদুবাসিনীর পেটের ছেলে না হলে কি হয়, কে বণবে  
অমুণ্যধনের সে গওঁধারিণী নয়? মস্তানগাওঁর অতৃপ্ত বাগনা  
বিদুর অস্তরের অস্তরণে খখন ব্যথার ঋতু সৃষ্টি করে চণেছিনো  
তার অজানায়, মেই মগ্ন এক রুক্স দৈববশে পেয়ে গেল মে  
অমুণ্যধনকে একেবারে বুকের কাছটিতে। বড় বো অল্পপূর্ণা  
বিদুর খন খন সূঁড়ার জন্যে বিশেষ উঁহিল হ'য়ে উঠেছিনে,  
প্রশান্তিতে তাঁর খন ও 'রে গেল 'দৈব ওমুখের' ঋগতা দেখে। বিদু  
নাওগা খাওগা ওণে অমুণ্যধনকে নিয়েই মেতে উঠণে, আর তার  
ফণে অমুণ্য খুড়িকে খা ও খা-কে দিদি বণতে মুক্ক করণে।



ধনীর দুগাণী রূপসী বিদুবাসিনীকে ওয় করে সকলে—না জানি কখন পান থেকে ছুপ খসে। অল্পপূর্ণাও মদাই তটস্থ থাকেন, কিন্তু তাই বলে তিনি কল্প ওপবাসেন না ছোটো আ-টিকে স্মাস্ত্রী খাদবের চাইতে। খাদব তো বৌদ্ধা বণতে অস্তান! কেউ কিছু বণতে বাধা দিলে বলে ওঠেনঃ আহা, ঙা আঙ্গার জগদ্ধাসী! বরও দেন আবার দরকার হলে খাঁড়াও ধরেন। ঙা-কে এনে অবশি ঙংমারে আঙ্গার এতটুকু দুঃখ কষ্ট নেই।—

জীবনের নোকো মঙ্গলের উজান তেঁপে তরুরিখে বইয়ে যায়, খাদব আফিঙের কোঁকে তা দেখেন আর নিজের নির্বাচনের মংপতায় আঙ্গতৃষ্টি পাও করেন। তিনি ছাড়া বোধ হয় আর কেউ চিনতে পারেনি বৌদ্ধাটিকে, তাই বিদুর কোনো প্রার্থনাই অপূর্ণ রাখতে পারেন না।

বিদুর দিনজালি ওরি আনন্দের ঙান্নেই কেটে যায়। অঙ্ন দেবতার ঙত ওপুরু, ঙাতৃমঙ্গা জা, উদার-হৃদয় স্মাস্ত্রীঃ তার ওপর ঙনের ঙত তার ছেপে অঙ্গুণ্যধন...হেয়ে ঙানুষ্ণের আর কি চাই? কিন্তু এতো মুখ কি থাকে ঙানুষ্ণের রূপাণে? হঠাৎ অতি ঙাঙ্গান্য কারণে ঙনিয়ে এণো বিচ্ছেদের অঙ্ককার! চোখের জেপে ঙিনিয়ে গেল মুখের হাসি। অল্পপূর্ণা শপথ করেন, 'ওদের ওত খাবার আগে খেন ব্যাটার ঙাথা খেতে হয়!'

বিদু প্রাণপণে কানে হাত চাপা দেয়, কিন্তু তার অবরুদ্ধ কানে অম্পষ্ট হইয়ে পৌঁছায় মে কথা। মুদীর্ঘ বারো বছর পরে বিদু মংমা মুর্ছিত হইয়ে পড়ে।

কি থেকে কি হোণো! এ-কোন্ চর ঙাথা তুণণো মুখের দরিয়ায়? কিন্তু সব চাইতে দুর্ভাবনা আজ বাদে কাণ নতুন বাড়ির গৃহ প্রবেশ! আশংকা শেষ মুহূর্তে বাস্তব-রূপ নিণো—আস্মীয়-স্বজন-কুটুম্বে-ওরা বাড়িতে গৃহের আশ্রণ ঙানুষ্ণ তিনিটাই অণুপস্থিত রইয়ে গেলেন—  
খাদব, অঙ্গুণ্যধন, অল্পপূর্ণা!



কতো মাধবের নতুন বাড়ি, কী উৎসাহ হিন্দো বিদ্বান নতুন  
 আয়োজনে মাআবে ধর, করবে ধরকল্পা; সব কি তাহলে  
 জন্মের মেথার মত স্থিতিয়ে থাকবে? অত্ন হলে জেগে থাকবে  
 তার মুখের কথা? ওগবান জানেন তার কথা শুধু কথা ছাড়া  
 আর কিছুই হিন্দো না, তবু দিদি সবাইকে নিয়ে দুরে রইলেন।  
 অমূল্য যে তার কাছ ছাড়া হলে একটি রাত্তি ঘুমোতে পারেনি।  
 আর বচ্ ঠাকুর? এই বুড়ো বয়সে তিনি কিনা পাঁচ ফোশ  
 হেঁটে খাতাখাত করেন মাধবান্য বানো ঠাকুর ঠাকুরি করতে।  
 দিদির দিবিয়ই এতো বড়ো হোণো। সে বুঝি দিবিয় দিতে জানে  
 না? সে যদি বলে আমে মাথার দিবিয় দিয়ে এক বাড়ি বিশ্ব  
 পাঠিয়ে দেবার জন্যে, তাহলে—তাহলে বড়গিন্নীর কি অবস্থা  
 হয়? ওন যদি সে করে থাকে তাহলে সে ওনের প্রাঙ্কিষ্টের  
 কি শেষ নেই? ফিরে পাবে না কি ছেলেকে আবার তার  
 বুকের ধারে? দিদি, বচ্ ঠাকুর কি আমবেন না নতুন ধরে  
 ওঙা ঘন জোড়া দিয়ে?...

# স্বপ্ন

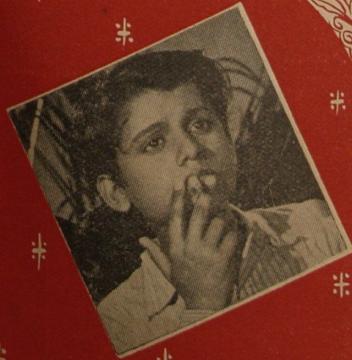
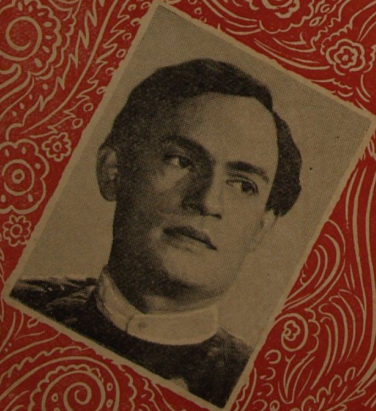
শান্তনুভাণ্ডের মুণ্ডুরিতে, যে রথ রতিন মুণ্ডুরিতে  
 জামায় স্বপন এই আশি সেই গো।

এং দেখাণো এক হাতে ধোর  
 আর এক হাতে আণো,  
 ধার খুশি যা তাই নিয়ে যাও  
 যেমন পাশে ওণো।

একটিতে ওই চিরধরন, আরেকটিতে অশুর জীবন  
 চাও যা আছে এই আধাতেই গো।

তথুতে ধোর আঙুর বেশা  
 বাঁধন ধায়া আধি,  
 হৃদয় মাথার পুজারিণী  
 স্বর্গ হতে বাধি।

এই আধারে যে চায় যেমন,  
 এই আশি তার পাশে তেমন  
 আণো মাথার এই দুটিতেই গো ॥



কেশব দত্ত প্রোডাকশন-এর

নির্মীয়মাণ চিত্র

যশস্বী কথাশিল্পী

প্রবোধ সান্যালের

# নদ ও নদী

পরিচালনা • চিত্র বসু

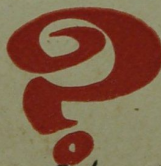
রূপশিল্পী • বর্তমান বাঙালার তারকারন্দে

দ্রুত সমাপ্তি পথে



প্রবোধ সান্যালের

আর একখানি অনবদ্য উপন্যাস



পরিচালনা • কাণ্ডিক চট্টোপাধ্যায়

নিউ থিয়েটার্স স্টুডিয়োয় নির্মাণরত

একঘাত্ত পরিবেশক : কম্পনা স্টুডিওজ লিঃ

প্রচারক রমেন চৌধুরী কর্তৃক সম্পাদিত ও ৫৩নং বেকিংক্ স্ট্রীট রয়েজ পাবলিসিটির  
পক্ষ হইতে প্রকাশিত এবং ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেক কলিকাতা- ৬ হইতে মুদ্রিত ।

মূল্য দুই আনা